দৈনিক ইনকিলাব

~~107~~

193

তারিখ 22 APR 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

মেডিকেল কলেজে ছাত্র ভর্তি ও ওয়েটিং লিস্ট

অনেক লেখালেখির পর অবশেষে সকল উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার নিরসন করে মেডিকেলে ভর্তির জন্য ওয়েটিং লিস্ট প্রকাশ করা হয়েছে। এই ওয়েটিং লিস্ট অনুযায়ী ছাত্র ভর্তি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে।

মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষার নিয়মাবলী এ বছর পরিবর্তন করা হয়েছে এবং পরিবর্তিত নিয়মানুসারে ওয়েটিং লিস্ট প্রকাশের কথা না থাকলেও চাপে পরে হোক আর পরিবেশ পরিস্থিতির কারণেই হোক শেষ পর্যন্ত ওয়েটিং লিস্ট প্রকাশে বাধ্য হয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

এবারের মেডিকেলে ছাত্র ভর্তি প্রসংগটা কেমন যেন রহস্যে ঘনীভূত। প্রথম দিকেই কারচুপির অভিযোগ। পেছন দরজা দিয়ে ছাত্র ভর্তির অপবাদের নিন্দা কুড়িয়েছেন কর্তৃপক্ষ। সমসাময়িক দৈনিকগুলো যে সকল প্রতিবেদন তুলে ধরেছে তাতে কর্তৃপক্ষের কলংকিত কাহিনী অনেক দিন স্মরণযোগ্য। সলিমুল্লাহ মেডিকেলের অতিরিক্ত ছাত্রটি কোথা দিয়ে কেমন করে মেডিকেলে এলেন তার কোন জবাব পাওয়া যায়নি। যেখানে প্রথমেই কারচুপির অভিযোগ উঠেছে সেখানে ওয়েটিং লিস্ট যে নিরপেক্ষভাবে তৈরী হয়েছে তা বিশ্বাস করার উপায় নেই। সেদিন একজন ছাত্র অভিযোগ করলেন, ৬৩২% নম্বর পেয়ে সে ওয়েটিং লিস্টে মনোনীত হয়েছে। কিন্তু অপর একজন ছাত্র ৩২.৪% নম্বর পেয়ে তার পূর্বেই প্রথম দফাতে ভর্তির সুযোগ পেয়ে গেছে। ঘটনাটা সিলেট মেডিকেলের ওয়েটিং লিস্টে প্রকাশিত না হলে হয়ত ব্যাপারটি গোচরীভূত হোত না। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, শেষোক্ত ছেলেটি কেমন করে কোন দরজা দিয়ে ভর্তির সুযোগ পেল? কর্তৃপক্ষ তার জবাব দিবেন কি?

আমাদের আশা, ভবিষ্যতে এমন কোন অভিযোগ না উঠুক এবং সুষ্ঠু পরীক্ষা প্রণয়নের মাধ্যমে যোগ্যতম প্রার্থীদের বাছাই করা হোক। এত বিতর্কিত ওয়েটিং লিস্ট যখন প্রকাশিত হোল, তখন কেন কোন প্রকার প্রেসবিজ্ঞপ্তি দেয়া হল না? সর্বোপরি মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা এবং প্রাসংগিক সমস্যা সমাধানকল্পে আমার কয়েকটি প্রস্তাব।

মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা ১০০ নম্বরের পরিবর্তে ২০০ অথবা ৩০০ নম্বরে নেয়া হোক। কারণ ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় অধিকাংশ প্রশ্ন সত্য-মিথ্যা বা শুধু টিক মার্ক দেয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এতে কোন ছাত্র যদি কিছু না জেনেও চোখ বন্ধ করে সবগুলো সত্য লিখে যায়, তথাপি তার ৫০% নম্বর পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এতে তার প্রতিভার বিচার হয় না। তবে এ ধরনের প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য সমপরিমাণ নম্বর কাটা যাওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অন্যথায় মেধার অবমূল্যায়ন হবে। আর পাশের জনকে দেখে নকল করার প্রবণতা তো আমাদের চিরন্তন। সুতরাং ছাত্র-ছাত্রীদের সে সুযোগ না দেয়াই বাঞ্চনীয়। তবে ৩০০ নম্বরের উপর পরীক্ষা নেয়া হলে জীববিদ্যা এবং প্রাণীবিদ্যায় অধিক নম্বর রাখা যেতে পারে। তাছাড়া যারা হবে জাতির রক্ষক তাদের যদি সাধারণ জ্ঞান পর্যন্ত না থাকে তবে চলবে কি করে? সুতরাং সাধারণ জ্ঞানের জন্যও কিছু নম্বর দেয়া যায়।

ইংরেজীর নম্বর কিছুটা বাড়িয়ে দিলেও মন্দ হয় না। সর্বশেষে, বলব, কারচুপির যে অভিযোগ উঠেছে তাও নিরসন করা দরকার। সুতরাং কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন, ভর্তি পরীক্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথে এবং মেডিকেল কলেজের উত্তরপত্র দূরবর্তী অন্য কোন মেডিকেলে পাঠিয়ে দেয়া হোক এবং খাতাপত্র দেখার দায়িত্ব কাউকে এককভাবে না দিয়ে কয়েকজনের সমন্বয়ে তৈরী একটা বোর্ডকে দেয়া হোক। যাতে পক্ষপাতিত্বের কোন সুযোগ থাকবে না। ছাত্র-ছাত্রী ভাল মেধাসম্পন্ন কোন ছাত্রের সাথে ফরম পূরণ করে সে নকল করে বলে যে অভিযোগ উঠেছে, তাও অহেতুক নয়। সুতরাং আমি বলতে চাই, কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে মেধাস্কোর তৈরী করে কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা অনুযায়ী সীট বিন্যাস করা হোক। তাতে নকলের প্রবণতা অনেকটা কমে আসবে।

কোন প্রকার কারচুপি বা পক্ষপাতিত্বের সুযোগ না দিয়ে উপযুক্ত বাছাই পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্যতম প্রার্থীদের ভর্তি করে ছাত্রদের জাতির রক্ষক হিসাবে গড়ে তোলা হোক— এ প্রত্যাশা করি।

—মোঃ রফিকুল ইসলাম সরকার